আজকের কাগজ

তারিখ 18 JAN 1995
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তিতে কোটা পদ্ধতি ও কিছু কথা

তমাল আহমেদ

আর কিছুদিন পরে দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের একটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্সে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হবে। আমাদের দেশে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ অত্যন্ত সীমিত। পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে যে, গত কয়েক বছরে শুধুমাত্র কারেন্ট ইয়ারের এইচএসসি প্রথম বিভাগপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদেরও সবাই বিশ্ববিদ্যালয়সহ উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারছে না এবং এবারেও পারবে না। কারণ আসন সংখ্যার দারুণ স্বল্পতা। দ্বিতীয়, তৃতীয় বিভাগওয়ালারা তো পড়ে মরুক। সেই সঙ্গে আছে এক বছর আগে এইচএসসি পাস করা ছাত্রছাত্রীরা। তাহলে বুঝুন কতো কঠিন এই ভর্তি পরীক্ষা, কতো তুমুল প্রতিযোগিতা এই ভর্তি পরীক্ষা। প্রত্যেক ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীদের কাছে এ এক জীবন-মরণ প্রতিযোগিতা।

আসন সংখ্যার স্বল্পতার জন্যে সৃষ্ট এই জীবন-মরণ সমস্যায় পর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারিদের পুত্রকন্যাদের জন্যে এক অভাবনীয় সুযোগ। সেটা হলো তাদের ভর্তির জন্যে কোটা পদ্ধতি। তারা ভর্তি পরীক্ষায় ন্যূনতম পাস নম্বর পেলে পছন্দনীয় বিষয়ে ভর্তি হতে পারে আর তার বিপরীতে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা পাস নম্বরের দ্বিগুণ নম্বর পেয়েও পছন্দনীয় বিষয় দূরে থাক মোটের ওপর চান্সই পায় না এই তুমুল প্রতিযোগিতাপূর্ণ পরীক্ষায়। কোটা পদ্ধতির সুবাদে কোটাভুক্ত পুত্রকন্যারা সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের চেয়ে কম নম্বর পেয়ে পছন্দনীয় বিষয় দখল করে বসে থাকছে।

কোটা পদ্ধতি সাধারণত করা হয় অনগ্রসর শ্রেণীকে অগ্রসর শ্রেণীতে পরিণত করার জন্যে। অগ্রসর শ্রেণীকে অনগ্রসর-শ্রেণী মাড়িয়ে আরো অগ্রসর করার জন্যে নিশ্চিয়ই নয়। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় এমন ব্যাপারটিই নির্দ্বিধায় ঘটে চলেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ এমনিতেই জাতির সবচেয়ে অগ্রসর শ্রেণী মেধায়-মননে। আর তাদের অর্থাৎ তাদের পুত্রকন্যাদের জন্যে কোটা পদ্ধতি আমাদের দৃষ্টিতে মোটেই মানানসই নয় বরং দৃষ্টিকটু, সামন্ততান্ত্রিক যে ব্যবস্থাপনা আমরা তাদের কাছ থেকে আশা করি না স্বপ্নেও। দেশের এই বিজ্ঞ, বুদ্ধিজীবী, অগ্রগামী শ্রেণীর পুত্রকন্যাদের এমনিতেই পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক কারণে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষদের পুত্রকন্যাদের চেয়ে অনেক অগ্রগামী হওয়ার কথা এবং হয়ও তাই। সুতরাং তাদের জন্যে এই কোটা পদ্ধতির মোটেই দরকার না হওয়ার কথা। কিন্তু দুঃখজনক হলেও ধ্রুব সত্য, তাদের প্রায় সবাই এ কোটা পদ্ধতির সুযোগ গ্রহণ করে থাকে। এ সুবিধা নিয়ে ভর্তি হয়ে অনেকে অবশ্য লজ্জিত হয়ে থাকে। যেমন আমি একদিন একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের কন্যাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম (তখন জানতাম না যে সে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের কন্যা), 'তুমি ভর্তি পরীক্ষায় কতো নম্বর পেয়েছিলে?' আমার প্রশ্ন শুনে অত্যন্ত লজ্জিতভাবে মুখ নিচু করে সে বলেছিলো, 'আমি টিচারদের কোটায় ভর্তি হয়েছি।' সত্যিই এ কোটা পদ্ধতি আমার মনে হয় তাদের অনেকের জন্যেও লজ্জাজনক। কিন্তু এতে যে যথেষ্ট সুবিধা তা তো অস্বীকার করার উপায় নেই। সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা যেখানে রেজাল্ট না হওয়া পর্যন্ত নিশ্চিত হতে পারে না যে ভর্তি হতে পারবে কিনা? পছন্দনীয় বিষয় দূরে থাক। কারণ এখানে পাস করলে বা এতো নম্বর পেলেই যে ভর্তি হওয়া যাবে তার কোনো ব্যাপার নেই-প্রতিযোগিতায় টিকতে হবে। পক্ষান্তরে সম্মানিত শিক্ষকদের মেধাবী পুত্রকন্যারা পরীক্ষা দিয়েই বুঝতে পারে পাস করবো কিনা। আর সমাজের অগ্রসর শ্রেণীর পুত্রকন্যাদের জন্যে পাস করা কোনো ঘটনাই নয় সুতরাং একেবারে ফার্স্ট চয়েস সাবজেক্ট-এ ভর্তি। আর এর ফল (?) ভোগ করে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা। দ্বিগুণ নম্বর পেয়েও কট এন্ড বোল্ড, ব্যাক টু দ্য প্যাভিলিয়ন। একেবারেই শূন্য হাতেই। নিজের তো আছেই সেই সঙ্গে আম্মা-আব্বার স্বপ্নে আগুন জ্বালিয়ে দেয়া ছাড়া আর করণীয় থাকে না। কারণ তাদের তো টাকা নেই যে বিদেশ যাবে। তাই হয়তো ঘটে ছাত্র জীবনের এক করুণ

আমরা জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান, বুদ্ধিজীবী এই কৃতি সন্তানদের কাছ থেকে আমাদের ক্ষতি হয়, আমরা বৈষম্যের শিকার হই এরূপ কিছু অবশ্যই আশা করবো না। এই কোটা পদ্ধতি তাদের জন্যে না হয়ে আমাদের অর্থাৎ কৃষক, শ্রমিক, দিনমজুরদের পুত্রকন্যাদের জন্যে থাকা উচিত যার পূর্বপুরুষ হয়তোবা নিরক্ষর। কিন্তু তা তো পড়ে মরুক, যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কৃষকের দিনমজুরের পুত্রকন্যা হওয়ার অপরাধে (?) উচ্চ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছি আমরা এবং আমাদেরকে বঞ্চিত করছেন এই মুক্ত চিন্তার ধারক বাহক সম্মানিত শিক্ষকেরা।

অথচ নির্মম বাস্তব পরিণতি। এতো গেলো কোটা পদ্ধতির এক খেলা।

আবার রয়েছে খেলোয়াড়, শিল্পীদের জন্যে কোটা। এখানে অপেক্ষাকৃত বেশি সুযোগ পেয়ে থাকে সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দের আত্মীয় স্বজন-ভাইবোন। এখানে প্রায়ই দেখা যায় ব্যাট বল ধরতে পারলেই ক্রিকেটার, ফুটবলে লাথি মারতে পারলেই ফুটবলার এবং হারমোনিয়াম ধরতে পারলেই শিল্পী। এরা কেউ-ই পরবর্তীকালে ঠিকমতো প্র্যাকটিস করে না, কেউ কেউ একেবারেই করে না। অবশ্যই শিল্পী, খেলোয়াড়দের জন্যে সুযোগ থাকা উচিত কিন্তু এটার সঠিক প্রয়োগ অবশ্যই ঘটাতে হবে।

এখন হয়তো সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ বলবেন যে, শুধু এখানে কেন? অন্য জায়গায়ও তো এরকম কোটা পদ্ধতি আছে। কিন্তু কথা হচ্ছে, অন্য জায়গায় যাই হোক না কেনো? যেমন কাচারী অফিসে ঘুষ ছাড়া কোনো কাজ হয় না (এর কোনো প্রমাণ চাইলে আমি দিতে পারবো না কারণ ঘুষ রশিদ দিয়ে নেয়া হয় না) তাই বলে কি সর্বত্রই কাজের বিনিময়ে ঘুষ থাকবে? সেই রকম আমরা জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান, বুদ্ধিজীবী এই কৃতি সন্তানদের কাছ থেকে আমাদের ক্ষতি হয়, আমরা বৈষম্যের শিকার হই এরূপ কিছু অবশ্যই আশা করবো না। এই কোটা পদ্ধতি তাদের জন্যে না হয়ে আমাদের অর্থাৎ কৃষক, শ্রমিক, দিনমজুরদের পুত্রকন্যাদের জন্যে থাকা উচিত যার পূর্বপুরুষ হয়তোবা নিরক্ষর। কিন্তু তা তো পড়ে মরুক, যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কৃষকের দিনমজুরের পুত্রকন্যা হওয়ার অপরাধে (?) উচ্চ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছি আমরা এবং আমাদেরকে বঞ্চিত করছেন এই মুক্ত চিন্তার ধারক বাহক সম্মানিত শিক্ষকেরা। চেতনায় গণতন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও প্রকারান্তরে নিজেদের সুবিধার জন্যে এই সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখছেন, যা তাদের কাছ থেকে কৃষকেরা যাদের টাকায় বিশ্ববিদ্যালয় চলে তারা কখনোই আশা করেন না। ভাবতেও পারেন না।

অবশ্য কোটা পদ্ধতির বিপক্ষে শিক্ষকদের মধ্যে যে দু'একজন শিক্ষক নেই তা নয়, তাঁরা সংখ্যায় অতি নগণ্য। আর বেশ কিছু শিক্ষক আছেন যারা কোটা পদ্ধতির পক্ষে না হলেও বিপক্ষে নন। কারণ এ কোটা পদ্ধতি সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মানো পুত্রকন্যাদের সুন্দর, স্বপ্নীল জীবনের জন্যে এক অব্যর্থ রক্ষাকবচ হোক তা কৃষকের সন্তানকে মাড়িয়ে। তাই তাঁরা মনের অগোচরে হলেও এটাকে সযত্নে লালন করে চলেছেন। কিন্তু সবার জন্যে সমান অধিকার নিশ্চিত করার জন্যে, মানুষে মানুষে বৈষম্য না রাখার জন্যে, অনগ্রসর শ্রেণীকে বেশি না হোক সমান সুযোগ দেয়ার জন্যে সম্মানিত শিক্ষকদের নিকট করজোড়ে বিনীত আবেদন রাখছি, আশা করি আমরা শোষিতেরা জগতের চিরায়ত নিয়মে বঞ্চিত হবো না অন্তত আপনাদের কাছ থেকে।

তমাল আহমেদ : শিক্ষার্থী, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।